ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

'ব্যাংকিং খাত তদারকি ও খেলাপি ঋণ নিয়ন্ত্রণ: বাংলাদেশ ব্যাংকের সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের' উপায় শীর্ষক প্রতিবেদনের ওপর কিছু প্রশ্ন ও উত্তর (FAQ)

প্রশ্ন ১: টিআইবি কেন এই গবেষণাটি পরিচালনার উদ্যোগ নিয়েছে?

উত্তর: বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ জনগণের আমানতকৃত অর্থ দিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করলেও এই সঞ্চিত আমানতের ওপর জনগণের সরাসরি কোন নিয়ন্ত্রণ থাকে না। জনগণের পক্ষ থেকে একটি দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক বা নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠান জনগণের আমানতের নিরাপত্তা প্রদান করে থাকে। বাংলাদেশের বিদ্যমান আইন অনুসারে মুদ্রানীতি প্রণয়ন, বৈদেশিক বিনিময় নীতি প্রণয়ন, মুদ্রা বাজার নিয়ন্ত্রণ, বৈদেশিক রিজার্ভ সংরক্ষণ, ব্যাংক নোট ইস্যু, পেমেন্ট সিস্টেম নিয়ন্ত্রণ, মুদ্রা পাচার নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি কার্যক্রমের পাশাপাশি বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণ ও জনগণের আমানতের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংকের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে ব্যাংকের সংখ্যা ও এর শাখার সংখ্যা, এবং আমানত ও ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধির মাধ্যমে বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাত বিস্তার লাভ করেছে এবং কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, জ্বালানী, পরিবহন ইত্যাদি উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখছে। কিন্তু বিগত কয়েক বছরে ব্যাংকিং খাতে চলমান অস্থিরতা ও নৈরাজ্য তথা অনিয়ম-দুর্নীতি, ঋণ জালিয়াতি, খেলাপি ঋণের উচ্চ হার, মূলধনের অপর্যাপ্ততা, উচ্চ সুদের হার, তারল্য সংকট ইত্যাদি বিষয়সমূহ বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদন এবং গণমাধ্যমে বহুলভাবে প্রকাশিত হয়। অনিয়ম-দুর্নীতির মাধ্যমে গৃহীত ঋণ ইচ্ছেকৃতভাবে খেলাপি হওয়ার মাধ্যমে আত্মসাতের ঘটনাসমূহ ব্যাংকিং খাত বিশেষত খেলাপি ঋণ নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ ব্যাংকের তদারকি কার্যক্রমকে প্রশ্নবিদ্ধ করে।

সুশাসন প্রতিষ্ঠার সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে টিআইবি সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন জনগুরুত্বপূর্ণ খাত, প্রতিষ্ঠান ও বিষয় নিয়ে গবেষণাসহ বিভিন্ন ধরনের অধিপরামর্শ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। বর্তমান গবেষণাটি টিআইবি'র এই অব্যাহত কার্যক্রমের অংশ। ব্যাংকিং খাতের কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠান হিসেবে এখাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি কার্যক্রমসমূহ বিশেষত: খেলাপি ঋণ নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ ব্যাংকের চ্যালেঞ্জসমূহ সুশাসনের আলোকে পর্যালোচনার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কিন্তু বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদন, নিবন্ধ ও গণমাধ্যমে ব্যাংকিং খাতে বিদ্যমান অনিয়ম ও দুর্নীতির বিষয়গুলো উঠে আসলেও খেলাপি ঋণ নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি কর্মকাণ্ডে সুশাসনের ঘাটতি সংক্রান্ত নিবিড় গবেষণার অভাব রয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের খেলাপি ঋণ নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি কর্মকাণ্ডে বাংলাদেশ ব্যাংকের সুশাসনের ঘাটতি ও এর কারণসমূহ চিহ্নিত করা এবং গবেষণা ফলাফলের ভিত্তিতে সুপারিশ প্রণয়নের উদ্দেশ্য নিয়ে এই গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে।

প্রশ্ন২: এই গবেষণার উদ্দেশ ্যকী?

উত্তর: এই গবেষণার সার্বিক উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্যাংকিং খাতের খেলাপি ঋণ নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি কর্মকাণ্ডে বাংলাদেশ ব্যাংকের সুশাসনের চ্যালেঞ্জসমূহ পর্যালোচনা করা। এই গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছে-

- নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি সংশ্লিষ্ট আইনি ও নীতি কাঠামো পর্যালোচনা করা;
- নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি কর্মকাণ্ডে সুশাসনের ঘাটতি ও এর কারণসমূহ চিহ্নিত করা; এবং
- গবেষণা ফলাফলের ভিত্তিতে সুপারিশ প্রণয়ন করা।

প্রশ্ন ৩: এই গবেষণার পদ্ধতি এবং তথ্যের উৎস কী?

উত্তর: এটি একটি গুণগত গবেষণা। তবে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পরিমাণগত তথ্য বিশ্লেষণ ও ব্যবহার করা হয়েছে। এই গবেষণায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। বিষয় ও তথ্যদাতার ধরনভেদে পৃথক চেকলিস্ট ব্যবহার করে মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। মুখ্য তথ্যদাতা হিসেবে রয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক ও বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের বর্তমান ও সাবেক কর্মকর্তা, ব্যাংক পরিচালক, ব্যাংক ও আর্থিক খাতের বিশেষজ্ঞ, গবেষক, অর্থনীতিবিদ, ব্যবসায়ী, আইনজীবী এবং সাংবাদিক। সংশ্লিষ্ট আইন ও নীতি, প্রাসঙ্গিক প্রতিবেদন ও গবেষণা নিবন্ধ, বার্ষিক প্রতিবেদন, সংশ্লিষ্ট অংশীজন ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট, প্রাসঙ্গিক দলিল ইত্যাদি হতে পরোক্ষ তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৪: এই গবেষণায় কোন কোন বিষয়ের ওপর পর্যালোচনা করা হয়েছে?

উত্তর: এই গবেষণায় রাষ্ট্রায়ত্ত এবং বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ নিয়ন্ত্রণ বিশেষত উক্ত ব্যাংকসমূহের ঋণ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ ব্যাংকের তদারকি ভূমিকা পর্যালোচনা করে সুশাসনের বিভিন্ন সুচকের আলোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বিদ্যমান সুশাসনের ঘাটতি ও খেলাপি ঋণের পরিমাণ বিবেচনা করে বিভিন্ন ধরনের ব্যাংকগুলোর মধ্যে থেকে শুধুমাত্র রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের তাদরকি কার্যক্রম পর্যালোচনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ব্যাংকিং কার্যক্রম বিশেষত ঋণ ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি সংশ্লিষ্ট আইন ও নীতি কাঠামো, এ সংশ্লিষ্ট তদারকি কার্যক্রমে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভাগসমূহের কার্যক্রম পর্যালোচনা করা হয়। যার মধ্যে ব্যাংকিং কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণে নীতি ও প্রবিধান প্রণয়ন প্রক্রিয়া, অফসাইট তদারকি, ঋণ তথ্য পর্যালোচনা, অনসাইট তদারকি, সমন্বিত তত্ত্বাবধান ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়সমূহ পর্যালোচনা করা হয়েছে। এছাড়া তদারকি কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের ভূমিকাও (রাষ্ট্রায়ত্ত এবং বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, ব্যাংক এসোসিয়েশনসমূহ, ব্যবসায়ী, ঋণ গ্রহীতা ইত্যাদি) পর্যালোচনা করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৫: এই গবেষণায় সুশাসনের কোন কোন নির্দেশক ব্যবহার করা হয়েছে?

উত্তর: ব্যাংকিং খাত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন গবেষণায় বহুল ব্যবহৃত সুশাসনের ৫টি নির্দেশকের আলোকে এই গবেষণার বিশ্লেষণ কাঠামো তৈরি করা হয়েছে। সুশাসনের এই ৫টি নির্দেশক হলো-কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্বাধীনতা, তদারকি সক্ষমতা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং অনিয়ম-দুর্নীতি প্রতিরোধ। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্বাধীনতা সূচকটিকে দুইটি উপ-নির্দেশক অর্থাৎ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্বাধীনতা বিষয়ক আইনি কাঠামো যার মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক স্বাধীনতা, নিয়ন্ত্রণ ও তদারকির স্বাধীনতা, সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ ও দণ্ড প্রদানের ক্ষমতা, নীতি ও প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা ইত্যাদি বিষয় পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং স্বাধীনতার ক্ষেত্রে বাহ্যিক প্রভাবক হিসেবে আইন ও ব্যাংকিং নীতি প্রণয়ন, বাংলাদেশ ব্যাংকের পর্ষদ গঠন, গভর্নর ও ডেপুটি গভর্নর নিয়োগ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া এবং আইনের প্রয়োগ ইত্যাদি বিষয়ে সরকার, রাজনীতিবিদ ও ব্যবসায়ীদের ভূমিকা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সুশাসনের সূচক তদারকি সক্ষমতার মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের নেতৃত্ব ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতা, তদারকি কার্যক্রমে দায়িত্ব/ক্ষমতা অর্পণ, তদারকি কৌশল (অফসাইট ও অনসাইট তদারকি) এবং জনবল ও কারিগরি সক্ষমতা আলোচনা করা হয়েছে। স্বচ্ছতার আওতায় ব্যাংকিং প্রতিবেদন, নীতি প্রণয়নের ব্যাখ্যা, সভার কার্যবিবরণী ও ভোট সংক্রান্ত তথ্য, বাংলাদেশ ব্যাংকের পর্ষদ সদস্য, গভর্নর ও ডেপুটি গভর্নর নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশ এবং জবাবদিহিতার মধ্যে পরিচালনা পর্ষদ ও সংসদীয় স্থায়ী কমিটিসহ বিভিন্ন অংশীজনের ভূমিকা, এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া পর্যালোচনা করা হয়েছে। এছাড়া অনিয়ম-দুর্নীতি প্রতিরোধের আওতায় তদারকি কাজে বিদ্যমান অনিয়ম-দুর্নীতির ধরন, ক্ষেত্র, কারণ, অনিয়ম-দুর্নীতির বিরুদ্ধে গৃহীত পদক্ষেপ, স্বার্থের দ্বন্দ্ব নিরসন ইত্যাদি বিষয় বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৬: এই গবেষণায় কোন সময়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে?

উত্তর: এই গবেষণায় ২০১০ সাল থেকে জুন ২০২০ সাল পর্যন্ত সময়ে সংঘটিত উল্লিখিত কার্যক্রমসমূহ বিবেচনা করা হয়েছে। ২০১৯ সালের জানুয়ারি থেকে মার্চ ২০২০ পর্যন্ত সময়ে গবেষণার তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৭: গবেষণায় বিশ্লেষিত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা কতটুকু?

উত্তর: এ গবেষণায় বিশ্লেষণকৃত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা এবং সংগৃহীত তথ্যের মধ্যে সামঞ্জস্যতা পর্যবেক্ষণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের বিভিন স্তর ও পর্যায়সহ সম্ভাব্য সকল সূত্র থেকে তথ্য যাচাই (ট্রায়াঙ্গুলেশন) করা হয়েছে। এছাড়া তথ্যসমূহের আভ্যন্তরীণ সঙ্গতি এবং সংশ্লিষ্ট/প্রাসঙ্গিক তথ্যের সামঞ্জস্যতা নিশ্চিত করা হয়েছে। যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে নিশ্চিত হবার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, গবেষণা দলকে প্রদত্ত তথ্য এবং সংশ্লিষ্ট নথিসমূহ পর্যালোচনা করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৮: এই গবেষণার সার্বিক পর্যবেক্ষণসমূহ কী কী?

উত্তর: এই গবেষণার সার্বিক পর্যবেক্ষণসমূহ হলো–

- সরকারি নীতি ও কৌশলসমূহে খেলাপি ঋণ নিয়ন্ত্রণ, ব্যাংকিং খাত সংস্কার ও নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠানের অধিকতর সুশাসনের কথা বলা হলেও এগুলো বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সদিচ্ছার ঘাটতি;
- খেলাপি ঋণ আদায়ে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ না করে সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংককর্তৃক ঋণ খেলাপিদের অনুকূলে আইন সংশোধন ও নীতি প্রণয়ন, ব্যাংকিং খাতে অবাধ প্রবেশ ও নিয়ন্ত্রণের সুযোগ সৃষ্টি ব্যাংকিং খাতকে ঋণ খেলাপি বান্ধব এবং খেলাপি ঋণকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ;
- বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ বিবিধ চ্যালেঞ্জ, সর্বোপরি বলিষ্ঠ নেতৃত্বের অভাবে ব্যাংকিং খাতের নিয়ন্ত্রক ভূমিকা থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্রমশ অবনমন এবং স্বার্থসংশ্লিষ্টদের এক প্রকার আজ্ঞাবাহীতে পরিণত হওয়া;

- কতিপয় ব্যবসায়ী গ্রুপ কর্তৃক সমগ্র ব্যাংকিং খাতে পরিবারতন্ত্র বা গোষ্ঠীতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং সিন্ডিকেটের মাধ্যমে রাষ্ট্রায়ত্ত ও বেসরকারি উভয় ধরনের ব্যাংক থেকে আমানতকারীদের হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যাংক ঋণ হিসেবে নিজেদের ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের দখলে নিয়ে যাওয়া;
- অতিরিক্ত খেলাপি ঋণের কারণে সৃষ্ট চরম মূলধন সংকট কাটাতে প্রতি বছর রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোতে জনগণের করের টাকা থেকে ভর্তুকি; কিছু মানুষের অনিয়ম-দুর্নীতির বোঝা ক্রমাগতভাবে জনগণের উপর চাপানো; এবং
- অনুৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ ও দেশের বাইরে অর্থ পাচার, জাতীয় অর্থনীতির বিকাশে ব্যাংকিং খাতের কাঙ্ক্ষিত ভূমিকা ব্যাহত করছে।

প্রশ্ন ৯: এই গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে প্রধান সুপারিশসমূহ কী কী?

উত্তর: এই গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল ও তথ্য বিশ্লেষণের ভিত্তিতে ব্যাংকিং খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করে সুস্থ ও নিরাপদ ব্যাংকিং ব্যবস্থা কায়েমে নিম্নোক্ত প্রধান সুপারিশসমূহ হলো-

- ক্রমবর্ধমান খেলাপি ঋণ ও ব্যাপক অনিয়মে জর্জরিত ব্যাংকিং খাত সংস্কারের জন্য এখাত সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে একটি স্বাধীন ব্যাংকিং কমিশন গঠন করতে হবে;
- ব্যাংক কোম্পানী আইনের ৪৬ ও ৪৭ ধারা সংশোধন করে বাংলাদেশ ব্যাংককে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ ও তদারকির পূর্ণ ক্ষমতা দিতে হবে;
- বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ সদস্য, গভর্নর ও ডেপুটি গভর্নর নিয়োগ ও অপসারণ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট লিখিত নীতিমালা করতে হবে; যেখানে নিয়োগ অনুসন্ধান কমিটির গঠন, দায়িত্ব-কর্তব্য এবং নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা থাকবে;
- বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদে তিনজন সরকারি কর্মকর্তার স্থলে বেসরকারি প্রতিনিধির (সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ যেমন আর্থিক খাত ও সুশাসন বিষয়ক) সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে;
- ব্যাংক সংশ্লিষ্ট আইনসমূহে আমানতকারীর স্বার্থ পরিপন্থী ও ব্যাংকিং খাতে পরিবারতন্ত্র কায়েমে সহায়ক সকল ধারা সংশোধন/বাতিল করতে হবে (যেমন, একই পরিবারের পরিচালক সংখ্যা, পরিচালকের মেয়াদ, পর্ষদের মোট সদস্য সংখ্যা হ্রাস করা ইত্যাদি);
- রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকসহ সকল বাণিজ্যিক ব্যাংকের পরিচালক নিয়োগে অনুসন্ধান কমিটির মাধ্যমে একটি প্যানেল তৈরি এবং সেখান থেকে বিভিন্ন ব্যাংকের পরিচালক নিয়োগের বিধান করতে হবে; রাজনীতির সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ব্যক্তিদের ব্যাংক পরিচালক হওয়া থেকে বিরত রাখার বিধানএবংব্যাংক পরিচালকদের ঋণ বাংলাদেশ ব্যাংকের সরাসরি নজরদারির মাধ্যমে অনুমোদনের ব্যবস্থা করতেহবে;
- আদালত কর্তৃক স্থগিতাদেশ প্রাপ্ত খেলাপি ঋণের বিপরীতে প্রভিশনিং রাখার বিধান প্রণয়ন করতেহবে;
- বারবার পুনঃতফসিল ও পুর্নগঠন করে বারবার খেলাপি হওয়া ব্যক্তিদের তালিকা প্রকাশ করতে হবে;
- ব্যাংক পরিদর্শনের সংখ্যা ও সময়কাল বৃদ্ধি করতে হবে; প্রত্যক্ষভাবে পরিদর্শন কাজের সাথে সম্পৃক্ত বিভাগসমূহের শূন্য পদসমূহ অবিলম্বে পূরণ করতে হবে; পরিদর্শন প্রতিবেদন যুক্তিসংগত সময়ের মধ্যে সমাপ্ত ও এর সুপারিশ বাস্তবায়ন করতে হবে; সীমিত হলেও পরিদর্শনে তাৎক্ষণিকভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা পরিদর্শন দলকে দিতে হবে; এবং
- তদন্ত প্রতিবেদন তৈরি ও বাস্তবায়নে সংঘটিত অনিয়ম-দুর্নীতির সাথে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

প্রশ্ন ১০: এই গবেষণায় প্রাপ্ত অনিয়ম ও দুর্নীতির তথ্য সকলের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য কি?

উত্তর: এই গবেষণা প্রতিবেদনে উপস্থাপিত তথ্য ও ফলাফল গবেষণায় সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য নয়, তবে উপস্থাপিত তথ্য সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসহ অনিয়ম ও দুর্নীতি সম্পর্কে একটি ধারণা দেয়।

প্রশ্ন ১১: টিআইবি কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদন কি সকলের জন্য উন্মুক্ত?

উত্তর: টিআইবি স্বপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশের নীতি অবলম্বন করে থাকে। টিআইবির কাঠামো, ব্যবস্থাপনা, কর্মকৌশল ও পরিকল্পনা, চলতি কার্যক্রম, প্রতিবেদন ও মূল্যায়ন, সকল পলিসি সংক্রান্ত নথি, বাজেট, অর্থ হিসাব সম্পর্কিত সকল তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত ও টিআইবির ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়। এছাড়া জনগণের তথ্য অধিকারের অংশীজন হিসেবে এবং তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুসারে টিআইবির তথ্য সরবরাহের জন্য নির্ধারিত তথ্য কর্মকর্তা রয়েছেন। এ প্রতিবেদন সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে চাইলে ফোন বা ই-মেইলের মাধ্যমে উক্ত তথ্য কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে: ম্যানেজার, রিসোর্স এন্ড ইনফরমেশন সেন্টার, ফোন: ০১৭১৩-০৬৫০১৬, ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org

.....